পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, আয় বিবরণী, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন ও অন্যান্য কর্মকান্ডের ওপর কোম্পানি পরিচালক-পর্ষদের প্রতিবেদন।

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগতম জানাতে পেরে কোম্পানি পরিচালক-পর্ষদ ও আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর পূর্বসুরী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে সিলেট (হরিপুর) ফিল্ডে দেশের প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জ্বালানি শক্তি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। স্বাধীনতা-উত্তর কালে প্রথমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এবং ৮ই মে ১৯৮২ সালে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড নামে নিবন্ধিত হয়ে এ প্রতিষ্ঠান নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। এসজিএফএল শুধু প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের মধ্যেই তার কার্যপরিধি সীমিত রাখেনি। এসজিএফএল-এর কৈলাশটিলা গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদিত গ্যাস তরল পেট্রোলিয়াম এবং প্রোপেন ও বিউটেন সমৃদ্ধ হওয়ায় কৈলাশটিলায় স্থাপিত দেশের একমাত্র অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মলিকুলার সীভ টার্বো-এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে এনজিএল আহরণ করা হয় যা এলপিজি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর নিয়ন্ত্রণাধীন জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদিত কনডেনসেট সুষ্ঠু ইভ্যাকুয়েশনের মাধ্যমে এ কোম্পানি জাতীয়ভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন নির্বিঘ্নকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শেভরনের বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট-এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত করে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি উৎপাদনের মাধ্যমে এ কোম্পানি তরল জ্বালানি আমদানি খাতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এসজিএফএল প্রতি বছর ভ্যাট, সম্পুরক শুল্ক ও আয়কর বাবদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উৎপাদন খাতে দেশের সর্বোচ্চ ভ্যাট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিগত ৮ বছর যাবৎ এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সম্মাননা পেয়ে এসেছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

বিগত বছরগুলোর ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর উৎপাদন, বিক্রয় ও মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কোম্পানির সামগ্রিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

১.০ উৎপাদনশীল গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর সার্বিক অবস্থা

এসজিএফএল-এর পরিচালনাধীন ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১২টি কূপের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৩১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হয়। কোম্পানির কার্যপরিসীমায় উৎপাদনরত ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

হরিপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৫৫ সালে আবিষ্কৃত উক্ত গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ৮টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ M/s. Schlumberger Seaco Inc. কর্তৃক সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ রিভিউ প্রতিবেদন অনুযায়ী হরিপুর ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৪০৬ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ২১৩.৬৪ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫২.৬২ ভাগ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ১টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক ৪.৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ১টি সিলিকাজেল প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল)-কে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া উক্ত ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেট হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ২০ ব্যারেল হারে নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে প্রাপ্ত পেট্রোল ও কেরোসিন বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিগুলোতে সরবরাহ করা হয়।

কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড

১৯৬১ সালে আবিষ্কৃত উক্ত গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ৭টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১২৩৭.৬০ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৭২০.৭৭ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫৮.২৩ ভাগ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৪টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৬৩.৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ১টি সিলিকাজেল ও ১টি এমএসটিই প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল ও উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া গ্যাসের সাথে উৎপাদিত কনডেনসেট হতে দৈনিক প্রায় ২৮১ ব্যারেল হারে নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে প্রাপ্ত পেট্রোল ও ডিজেল বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহকে সরবরাহ করা হয়। এমএসটিই প্ল্যান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত গড়ে দৈনিক প্রায় ৪২৬ ব্যারেল এনজিএল আরপিজিসিএল-কে সরবরাহ করা হয়।

রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৬০ সালে আবিষ্কৃত উক্ত গ্যাসক্ষেত্রে মোট ১১টি কূপ খনন করা হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১৮৫৩ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৬১৭.৯৪ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৩৩.৩৫ ভাগ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৫টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক ৫৩.৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ৩টি সিলিকাজেল ও ১টি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া গ্যাসের উপজাত হিসেবে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩২.১৩ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড

১৯৮১ সালে আবিষ্কৃত উক্ত গ্যাসক্ষেত্রে মোট ২টি কূপ খনন করা হয়। আরপিএস-২০০৯ এর সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২০৩ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৯৩.৭৫ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৪৬.১৮ ভাগ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ২টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক ৯.১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস ১টি সিলিকাজেল প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনের মাধ্যমে জেজিটিডিএসএল-কে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া গ্যাসের সাথে গড়ে দৈনিক প্রায় ১৫১ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

১.১ পরিচালন কার্যক্রম

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি উৎপাদনশীল গ্যাস ফিল্ড যথা: সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার ফিল্ডের উৎপাদনরত মোট ১২টি গ্যাস কূপ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৩১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হয়। শেভরন পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেটের একাংশ রশিদপুরে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। এছাড়া, কোম্পানিতে উৎপাদিত গ্যাস-

সহজাত কনডেনসেটের কিয়দংশ হরিপুর ও কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডে অবস্থিত দু'টি ফ্র্যাকশনেশন ইউনিটে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পেট্রোল, কেরোসিন ও ডিজেল উৎপাদন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, এসজিএফএল-এর নিজস্ব কনডেনসেটের অংশবিশেষ এবং এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনায় পৃথক চুক্তির আওতায় বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডে উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট এবং বিবিয়ানা, জালালাবাদ ও মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেটের একাংশ বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত কতিপয় কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের নিকট সরবরাহ/বিক্রয় করা হয়। সিলেটের কৈলাশটিলায় ১৯৯২-৯৫ সালে স্থাপিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি-সম্বলিত দেশের একমাত্র মলিকুলার-সীভ টার্বো-এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে আহরিত এনজিএল পেট্রোবাংলার কোম্পানি আরপিজিসিএল-এর নিকট সরবরাহ করা হয়।

১.২ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টসমূহের বিবরণ

ফিল্ডসমূহে স্থাপিত বিভিন্ন ধরনের গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট ও কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট

গ্যাস ফিল্ডের নাম	বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্ট			পণ্য
	প্ল্যান্টের ধরণ (স্থাপনকাল)	প্ল্যান্টের সংখ্যা	বর্তমানে প্রসেসিং ক্ষমতা (মিলিয়ন ঘনফুট/দিন)	
হরিপুর	সিলিকাজেল (১৯৬০-৬১)	১	২৫	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট, লাইট কনডেনসেট
কৈলাশটিলা	সিলিকাজেল (১৯৮২-৮৩)	১	২৫	
	এমএসটিই (১৯৯২-৯৫)	১	৮০	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট, এনজিএল
রশিদপুর	সিলিকাজেল (১৯৯১-৯৩, ১৯৯৯-২০০০)	৩	১৩০	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট, লাইট কনডেনসেট
	গ্লাইকল (১৯৯১-৯৩)	১	৫০	
বিয়ানীবাজার	সিলিকাজেল (১৯৯৯)	১	৪০	

খ) কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট

স্থাপনার নাম	বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্ট			পণ্য
	প্ল্যান্টের স্থাপনকাল	ইউনিটের সংখ্যা	বর্তমানে প্রসেসিং ক্ষমতা (ব্যারেল/দিন)	
রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (আরসিএফপি)	২০০৯	১	২৫০০	পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন
	২০১২	১	১২৫০	
হরিপুর ডিস্টিলেশন ইউনিট	১৯৬১	১	৬৮	পেট্রোল, কেরোসিন
কৈলাশটিলা ফ্র্যাকশনেশন ইউনিট	১৯৮৩	১	৩০০	পেট্রোল, ডিজেল

১.৩ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর সকল স্থাপনায় (হরিপুর, কৈলাশটিলা, এমএসটিই প্ল্যান্ট, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার ও আরসিএফপি) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা প্ল্যান্ট অপারেশন কাজে ব্যবহার করা হয়। গ্যাস ও লিক্যুইড পেট্রোলিয়াম পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনে অত্যাবশ্যকীয় ইউটিলিটি হিসেবে বিবেচিত উক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জেনারেটরসমূহ নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক চালু রাখা হয়। কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড ও স্থাপনায় ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক জেনারেটরের সংখ্যা এবং বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	ফিল্ড/স্থাপনা	জেনারেটর সংখ্যা	স্থাপন ক্ষমতা (কিলোওয়াট)	কার্যক্ষমতা (কিলোওয়াট)
১.	হরিপুর গ্যাস ফিল্ড	৪	১১৭৮	৮৫০
২.	কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড	৫	১১১২	৬৪০
৩.	কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্ট	৩	১০৮০	৭৫০
৪.	রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড	৬	১০৯৮	৭৫০
৫.	বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড	৩	১০০০	৪২০
৬.	আরসিএফপি	৩	২১৭৫	১৫০০
	মোট	**২৪**	**৭৬৪৩**	**৪৯১০**

১.৪ রেসিডিউ গ্যাস কম্প্রেসার পরিচালন

কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্ট হতে গ্যাস চাপ বৃদ্ধি করে উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রতিটি দৈনিক ১৮ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার ৫টি, দৈনিক ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার ১টি ও দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার ১টি সহ মোট ৭টি গ্যাস-ইঞ্জিন চালিত কম্প্রেসার রয়েছে। কোম্পানির নিজস্ব জনবল দ্বারা নিয়মিতভাবে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কম্প্রেসারসমূহ কার্যোপযোগী রাখা হচ্ছে।

২.০ উৎপাদন পরিসংখ্যান

২.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের ১২টি কূপ হতে দৈনিক প্রায় ১৩১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে সর্বমোট প্রায় ৪৭.৭৭ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে। বিগত ও চলতি অর্থবছরের ফিল্ডভিত্তিক গ্যাস উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

ফিল্ড	২০১৭-১৮		২০১৬-১৭	
	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (এমএমসিএফ)	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (এমএমসিএফ)
সিলেট(হরিপুর)	১টি (৭)	১,৭৮৫.৮৫৮	২টি (৭ ও ৮)	২,৭৯৯.৫২৮

ফিল্ড	২০১৭-১৮		২০১৬-১৭	
	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (এমএমসিএফ)	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (এমএমসিএফ)
কৈলাশটিলা	৪টি (২,৩,৪, ৬)	২২,৯৬২.১৪২	৫টি (২,৩,৪, ৬ ও ৭)	২৩,৭১৮.৯৭১
রশিদপুর	৫টি (১,৩,৪,৭ ও ৮)	১৯,৫২০.৭৬০	৫টি (১,৩,৪,৭ ও ৮)	২০,৬০৭.৭৭৮
বিয়ানীবাজার	২টি (১ ও ২)	৩,৪৯৯.২১৮	২টি (১ ও ২)	৪,১৮৪.৮৯৮
মোট	**১২টি**	**৪৭,৭৬৭.৯৭৮**	**১৪টি**	**৫১,৩১১.১৭৫**

২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় কোম্পানির মোট গ্যাস উৎপাদন ৩,৫৪৩.১৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট হ্রাস পেয়েছে। কূপমুখে গ্যাসের চাপ হ্রাস পেয়ে প্ল্যান্ট ইনলেট প্রেসারের সমান হয়ে যাওয়ায় ১৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বিয়ানীবাজার-১ কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। অনুরূপ কারণে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে কৈলাশটিলা-৭ কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পানি উৎপাদন অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় একই অর্থবছরের ২০ মে ২০১৭ তারিখে সিলেট-৮ কূপটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৈলাশটিলা-৭ ও সিলেট-৮ কূপ হতে কোন গ্যাস উৎপাদিত হয়নি। অপরদিকে, কৈলাশটিলা-২ ও ৬, রশিদপুর-১ এবং বিয়ানীবাজার-২ ব্যতীত কোম্পানির আওতাধীন অবশিষ্ট কূপসমূহ হতে বিভিন্ন মাত্রায় গ্যাস উৎপাদন হ্রাস পায়।

২.২ কনডেনসেট ও ন্যাচারাল গ্যাস লিক্যুইডস (এনজিএল)

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে ৪৩,১২৩.৬১২ কিলোলিটার হেভী কনডেনসেট ও ২,১৫৫.৬৮৭ কিলোলিটার লাইট কনডেনসেট অর্থাৎ মোট ৪৫,২৭৯.২৯৯ কিলোলিটার হেভী ও লাইট কনডেনসেট উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া প্রতিবেদনাধীন সময়ে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টে উৎপাদিত মোট ২৪,৭২০ কিলোলিটার এনজিএল রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এর এনজিএল ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়। বিগত ও চলতি অর্থবছরের ফিল্ডভিত্তিক কনডেনসেট ও এনজিএল উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

(কিলোলিটার)

ফিল্ড	২০১৭-১৮			২০১৬-১৭		
	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল
সিলেট (হরিপুর)	১,১৪৯.১১১	৭৩৭.১৭৩	-	১,৯৭৪.৬২৭	১,০৯২.৭৭২	-
কৈলাশটিলা	৩২,৪৫৬.৬৫২	৩২৩.০৩৭	২৪,৭২০	৩৪,০৩৯.২৯৩	৩৬৭.০৯৫	২৪,৮৮১
রশিদপুর	১,১৭২.৩২১	৬৯২.০৯৭	-	১,১৬১.৩৫৮	৬৫৯.৬৫৯	
বিয়ানীবাজার	৮,৩৪৫.৫২৮	৪০৩.৩৮০	-	১০,১৫৯.৫৮৫	৬৭৬.৪৮৩	-
মোট	৪৩,১২৩.৬১২	২,১৫৫.৬৮৭	২৪,৭২০	৪৭,৩৩৪.৮৬৩	২,৭৯৬.০০৯	২৪,৮৮১
কনডেনসেট (হেভী+লাইট)	৪৫,২৭৯.২৯৯			৫০,১৩০.৮৭২		

মোট গ্যাস উৎপাদন কমে যাওয়ায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে কনডেনসেট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এনজিএল-এর একমাত্র গ্রাহক আরপিজিসিএল কর্তৃক কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্ট হতে হ্রাসকৃত হারে এনজিএল গ্রহণ করায় বিগত অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে ১৬১ কিলোলিটার এনজিএল উৎপাদন কম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টের মাধ্যমে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের বিপরীতে বছরে প্রায় ২৮,০০০ কিলোলিটার এনজিএল আহরণ/সরবরাহের সক্ষমতা রয়েছে।

২.৩ পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন

শেভরন বাংলাদেশ-এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের কনডেনসেট এসজিএফএল-এর রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (আরসিএফপি)-এ বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন পাওয়া যায়। কোম্পানির আরসিএফপি, কৈলাশটিলা ও সিলেট (হরিপুর) ফিল্ডে বিদ্যমান ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টে কনডেনসেট বিভাজন করে এ অর্থবছরে ১,১৯,৭২৯.৪৮২ কিলোলিটার পেট্রোল (সিলেট ও কৈলাশটিলা ফিল্ডে উৎপাদিত লাইট কনডেনসেট এবং রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার ফিল্ড হতে আরসিএফপি-তে সরবরাহকৃত লাইট কনডেনসেট সহ), ১৭,৫৩০.২১২ কিলোলিটার ডিজেল ও ১২,৬৮৬.৯৮১ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সিলেট ও কৈলাশটিলা ফিল্ডের লাইট কনডেনসেট সরাসরি পেট্রোল হিসেবে বাজারজাতযোগ্য। ফিল্ডভিত্তিক পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন-এর উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

(কিলোলিটার)

ফিল্ড	২০১৭-১৮			২০১৬-১৭		
	পেট্রোল	ডিজেল	কেরোসিন	পেট্রোল	ডিজেল	কেরোসিন
আরসিএফপি	১,০৯,২৬৬.৪৫৬	৯,৭২০.৮১৫	১২,৪৩৭.৯১৫	১,০০,৬৬৪.৫৩৩	১০,৫৮৯.৭৭০	১২,১২৪.১৪৮
সিলেট (হরিপুর)	১,৬৩৮.৮৮৯	-	২৪৯.০৬৬	১,৮৪৩.৯৪৯	-	৩৮৭.৭৮৭
কৈলাশটিলা	৮,৮২৪.১৩৭	৭,৮০৯.৩৯৭	-	৮,৬৪১.৩১৬	৫,৭২২.২২২	-
মোট	**১,১৯,৭২৯.৪৮২**	**১৭,৫৩০.২১২**	**১২,৬৮৬.৯৮১**	**১,১১,১৪৯.৭৯৮**	**১৬,৩১১.৯৯২**	**১২,৫১১.৯৩৫**

পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন যথাক্রমে ৮,৫৭৯.৬৮৪ (৭.৭%), ১,২১৮.২২০ (৭.৫%) ও ১৭৫.০৪৬ (১.৪%) কিলোলিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপিসি-র অধীনস্থ বিপণন কোম্পানিসমূহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসজিএফএল হতে অধিক পরিমাণে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি গ্রহণ করায় প্রতিবেদনাধীন বছরে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

৩.০ বিক্রয় পরিসংখ্যান

৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড প্রদত্ত বিভাজন অনুযায়ী জালালাবাদ গ্যাস টিএ্যান্ডডি সিস্টেম লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট ৪৭,৬৬৫.২৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট এবং বিক্রয় গ্যাস হিসেবে গণ্য নিজস্ব ব্যবহার ও বৈদ্যুতিক জেনারেটরসমূহের জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত ২৮.০৪১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসসহ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৭,৬৯৩.২৯৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় করা হয়। এছাড়া এ অর্থবছরে গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট পরিচালনার কাজে (প্রসেস হিটার ও কম্প্রেসর ফুয়েল হিসেবে) ৭৪.৬৮২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল মোট ৫১,২৩৯.৪৫২ মিলিয়ন ঘনফুট।

৩.২ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কোম্পানির বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও হরিপুর গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস-সহজাত হেভী ও লাইট কনডেনসেট বিক্রয়ের পরিমাণ ২৫,৩৫০.১১ কিলোলিটার। এছাড়া বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের ২৭০.০০ কিলোলিটার কনডেনসেট, জালালাবাদ গ্যাস টিএ্যান্ডডি সিস্টেম লিঃ এর ৯.০০ কিলোলিটার কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ-এর

বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার ও জালালাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত ৮০,৫১৪.০০ কিলোলিটার কনডেনসেট এসজিএফএল এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হ্যান্ডলিং করে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত ১০টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট এর নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ দেশে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত এবং এসজিএফএল-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ১০টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট এর নিকট এ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব এবং জালালাবাদ গ্যাস, বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ড ও আইওসি হতে সংগ্রহ করে বিক্রিত কনডেনসেটের পরিমাণ ১,০৬,১৪৩.১১ কিলোলিটার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় (১,৪২,৪১১.৮৭ - ১,০৬,১৪৩.১১)= ৩৬,২৬৮.৭৬ কিলোলিটার বা শতকরা ২৫.৪৭ ভাগ কম। আরসিএফপি, কৈলাশটিলা ও হরিপুর স্থাপনার ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পেট্রোল ১,১৮,৮৫২.৫৬ কিলোলিটার, ডিজেল ১৭,৬৩৬.৭৩ কিলোলিটার ও কেরোসিন ১২,৬৬৪.১৭ কিলোলিটার বিক্রয় করা হয়। তাছাড়া, কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টে উৎপাদিত ২৪,৭২০.০০ কিলোলিটার এনজিএল আরপিজিসিএল এর নিকট বিক্রয় করা হয়।

৪.০ আর্থিক পর্যালোচনা

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করছিঃ

৪.১ বিক্রয়লব্ধ আয়

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এনজিএল বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলোঃ

গ্যাসঃ এমএমসিএফ
উপজাত দ্রব্যঃ কিলোলিটার

পণ্য	২০১৭-১৮			২০১৬-১৭		
	বিক্রয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)	বিক্রয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)
গ্যাস	৪৭,৬৯৩.২৯৬	৪৬০.৩৯	২৯.৭১	৫১,২৩৯.৪৫২	৪৬৪.৩৪	৩০.২৩
কনডেনসেট	২৫,৩৫০.১১			৩০,২৭৪.৭৭		
পেট্রোল	১১৮,৮৫২.৫৬			১১৩,৩০৭.৮৪		
ডিজেল	১৭,৬৩৬.৭৩			১৫,৫০৩.২৭		
কেরোসিন	১২,৬৬৪.১৭	১০৮৯.০৭	৭০.২৯	১২,৭৮৩.৫৬	১০৭১.৯১	৬৯.৭৭
এনজিএল	২৪,৭২০.০০			২৪৮৮১.০০		
	মোট	১৫৪৯.৪৬	১০০		১৫৩৬.২৫	১০০

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বমোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ ১৫৪৯.৪৬ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৩.২১ কোটি টাকা বা শতকরা ০.৮৬ ভাগ বেশি।

৪.২ উৎপাদন সহায়ক ব্যয়

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১১৬.১৪ কোটি টাকা উৎপাদন সহায়ক ব্যয় বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয় ১০১.৫৬ কোটি টাকা, যা বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১৪.৫৮ কোটি টাকা বা শতকরা ১২.৫৫ ভাগ কম। এ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ৪.৭৫

কোটি টাকা ও প্রসেস প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ৪.২৭ কোটি টাকা কম হওয়ায় এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ব্যয় সংকোচন নীতির ফলে বিভিন্ন উপখাতে আরও ৫.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়হ্রাস পেয়েছে।

৪.৩ পরিচালন ব্যয়

২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিচালন ব্যয় খাতে বাজেটে প্রাক্কলন ছিল ৬৫৯.৫৩ কোটি টাকা এবং প্রকৃত পরিচালন ব্যয় হয়েছে ৬৬৮.১২ কোটি টাকা, যা বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় শতকরা ১.৩০ ভাগ বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ৪.৭৫ কোটি টাকা, প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম প্রয়োজন হওয়ায় ৪.২৭ কোটি টাকা, বিভিন্ন উপখাতে আরো ৫.৫৬ কোটি টাকা, স্থায়ী সম্পদ খাতে বাজেট অনুযায়ী সম্পদ সংযোজিত না হওয়ায় অবচয় খাতে ৪.৯৬ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন খাতে ৫.৪৪ কোটি টাকা এবং আরসিএফপি-এর উৎপাদিত পণ্যাদির পরিবহনজনিত বিক্রয় ব্যয় ০.৩০ কোটি টাকা ব্যয় বাজেটের তুলনায় কম হয়েছে। অপরদিকে, পেট্রোবাংলার প্রকৃত কস্ট রিকভারি খাতে ১.৬২ কোটি টাকা এবং আরসিএফপি-এর জন্য কনডেনসেট ক্রয় খাতে ৩৩.০৯ কোটি টাকা ব্যয় বাজেটের তুলনায় বেশি হয়েছে। এতদ্ব্যতীত মজুদ সমন্বয় খাতে বাজেটের তুলনায় ০.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় কম হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিচালন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬০৭.৯২ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে পরিচালন খাতে প্রকৃত ব্যয় ৬৬৮.১২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬০.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ৯.৯০ ভাগ বেশি। রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টে বিগত বছরের তুলনায় বেশি পরিমাণ কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করায় আরসিএফপি'র জন্য কনডেনসেট ক্রয় বাবদ ৩২.১৪ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বেতন ভাতাদি বাবদ ৪.৮৩ কোটি টাকা, প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৪.৪৫ কোটি টাকা, বিক্রয় ব্যয় ৩.৭৯ কোটি টাকা এবং ষ্টেশনারী, ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, বীমা, জ্বালানি, যানবাহন ভাড়া, ঠিকাদার শ্রমিক, নিরাপত্তা ব্যয়সহ ইত্যাদি উপখাতে আরো ১.০৫ কোটি টাকা এবং কর্পোরেশন ওভারহেড ব্যয় ১৪.৪৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, অবচয় বাবদ ১.১১ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন বাবদ ১.১০ কোটি টাকা এবং পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির মজুদ সমন্বয় (আরসিএফপি ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১.৭২ কোটি টাকা ব্যয়হ্রাস পেয়েছে।

৪.৪ মুনাফা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে গ্যাস, কনডেনসেট ও বিভাজিত পণ্যাদি বিক্রয়লব্ধ আয় এবং অন্যান্য আয়ের সাথে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপঃ

পণ্য	২০১৭-১৮		২০১৬-১৭	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
গ্যাস	৪৬০.৩৯	২৭.৪৬	৪৬৪.৩৩	২৭.৫৭
সহজাত দ্রব্য ও বিভাজিত পণ্য	১,০৮৯.০৭	৬৪.৯৫	১,০৭১.৯১	৬৩.৬৪
সুদসহ অন্যান্য আয়	১২৭.১৯	৭.৬৫	১৪৭.৯৮	৮.৭৯
মোট	**১,৬৭৬.৬৬**	**১০০.০০**	**১,৬৮৪.২২**	**১০০.০০**

উল্লিখিত আয় হতে গ্যাসের ওপর এসডি ও ভ্যাট, পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির ভ্যাট, পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়সহ মোট রাজস্ব ব্যয় ১২৫৮.৮০ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর এ অর্থবছরে কোম্পানি মোট ৪১৭.৮৬ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৬০.৪৬ কোটি টাকা বা শতকরা ১২.৬৪ ভাগ কম।

৪.৫ আর্থিক সূচকসমূহ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চসীমা ৬০ : ৪০ এর বিপরীতে এ অর্থবছর শেষে অনুপাত ১৯.৫৫ : ৮০.৪৫ এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ২০.২৩ : ৭৯.৭৭।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে রশিদপুর কূপ নং-৯ প্রকল্পের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে গৃহীত ঋণের অব্যবহৃত ২৮ লক্ষ টাকা, রশিদপুর কূপ নং-১০ ও ১২ প্রকল্পের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে গৃহীত ঋণের অব্যবহৃত ৩২৩ (তিনশত তেইশ) লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান এবং সিলেট কূপ নং-৯ প্রকল্পের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে নীট ৭ (সাত) লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। ঋণ গ্রহণের তুলনায় অব্যবহৃত ঋণ ফেরত প্রদানের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে ঋণের অংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া নীট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ণ দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪১.৫০ ভাগ, যা গত অর্থবছরে ছিল শতকরা ৪২.৬৮ ভাগ। কোম্পানির আওতাধীন কূপসমূহ হতে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির উৎপাদন ও বিক্রয় হ্রাস, স্থায়ী আমানতের ওপর সুদ আয় হ্রাস, আরসিএফপি'র জন্য কনডেনসেট ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন খাতে খরচ বৃদ্ধির কারণে কোম্পানির মুনাফা হ্রাস পাওয়ায় নীট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ণ অর্জনের হার হ্রাস পেয়েছে। তথাপি উল্লিখিত সূচকসমূহের মাধ্যমে কোম্পানির দৃঢ় আর্থিক ভিত্তি প্রতিফলিত হচ্ছে।

৫.০ সরকারি কোষাগারে জমা

অত্র কোম্পানি এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে মোট ৮১২.০৪ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে, যা কোম্পানির বিক্রয় আয়ের শতকরা ৫২.৪০ ভাগ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে সর্বমোট প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৯১১.৩৫ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে খাতওয়ারী পরিশোধের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

খাত	২০১৭-১৮		২০১৬-২০১৭	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	৫৩১.১৫	৬৫.৪১	৫৯৬.১৭	৬৫.৪২
আয়কর	১২৪.১৪	১৫.২৯	১৬৮.৪৩	১৮.৪৮
লভ্যাংশ	১৫০.০০	১৮.৪৭	১৪০.০০	১৫.৩৬
ডিএসএল	৬.৭৫	০.৭৪	৬.৭৫	০.৭৪
মোট	৮১২.০৪	১০০.০০	৯১১.৩৫	১০০.০০

৬.০ দেনা-পাওনা

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে কোম্পানির গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একাউন্টস্ রিসিভেবল-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৯৫.৩১ কোটি টাকা, যা গড়ে ৫.০০ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এর নিকট পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয়ের বিল জানুয়ারি ২০১৫ হতে বিপিসি কর্তৃক সরাসরি এসজিএফএল-কে পরিশোধ শুরু করার পর হতে বকেয়া পাওনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে একাউন্টস্ রিসিভেবল-এর পরিমাণ ছিল ৬০৮.৬৪ কোটি টাকা, যা ৫.২৩ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ।

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের নিকট কোম্পানির পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০০.৫৩ কোটি টাকা, যা গড়ে ২.৬২ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৪৮.৫৩ কোটি টাকা, যা ২.৯২ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ। অপরদিকে, এসডি ও ভ্যাটের বিপরীতে সরকারি রাজস্ব বাবদ এ সময়ে কোম্পানির আর্থিক দায়-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯.২৩ কোটি টাকা, যা গড়ে ২.৮৪ মাসের দেনার সমপরিমাণ এবং কোম্পানির রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের জন্য কনডেনসেট ক্রয় ও এসজিএফএল-এর মাধ্যমে বেসরকারি কোম্পানির নিকট বিক্রয়কৃত পেট্রোবাংলার কনডেনসেটের বিপরীতে পেট্রোবাংলার নিকট দেনার পরিমাণ ২৭১.৬৩ কোটি টাকা, যা গড়ে ৪.০ মাসের দেনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে যা ছিল ১৫৩.৬৮ কোটি টাকা। জিডিএফ খাতে এ যাবৎ প্রাপ্ত ঋণের অর্থের পরিমাণ ৭৩৪.৬৮ কোটি টাকা; জিডিএফ হতে কৈলাশটিলা-৭ ও ৯, রশিদপুর-৯, ১০ ও ১২ প্রকল্পসমূহের বিপরীতে গৃহীত ঋণের অর্থ এখনও প্রত্যার্পণ শুরু হয়নি।

৭.০ মূলধন কাঠামো

৭.১ অনুমোদিত মূলধন

কোম্পানির বর্তমান অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা যা প্রতিটি ১০০.০০ টাকা মূল্যমানের ৫ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভাজন করা হয়েছে।

৭.২ পরিশোধিত মূলধন

এ অর্থবছরে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৮.৪৩ কোটি টাকা।

৭.৩ লভ্যাংশ

সরকার/পেট্রোবাংলা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর ওপর ১৫০.০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ ধার্য করে, যা এসজিএফএল-এর পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ১৬৯.৬৩ ভাগ। ধার্যকৃত লভ্যাংশ ইতোমধ্যে অগ্রিম হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে।

৮.০ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কোম্পানির উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধিকল্পে বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

৮.১ রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উক্ত প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় ২০,৭৭১.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৩৭,৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। গত ০২-৯-২০১৮ তারিখে ৪০০০ বিপিডি সিএফপি প্ল্যান্টটির পারফরমেন্স টেস্ট রান শুরু করে ২৫-০৯-২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়। বর্তমানে আনুমানিক ৮০% হারে পেট্রোল, ১৪% হারে কেরোসিন ও ৬% হারে ডিজেল উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত পণ্যসমূহ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহ যথা-পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ও যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ এর নিকট সরবরাহ শুরু হয়েছে।

৮.২ পেট্রোলকে অকটেনে রুপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন

আলোচ্য প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি ২৯-১২-২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়। কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় ৩৬,৯৮৬.৮৩ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪৯,৭৯৮.৩১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল মার্চ ২০১২ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার প্ল্যান্টের বেসিক ডিজাইন সম্পন্ন করে দাখিল করেছে। ঠিকাদার ডিটেইল ডিজাইনের ৭০% সরবরাহ করেছে। ভেন্ডর হতে ইকুইপমেন্টের ডাটা শিট/স্পেসিফিকেশন প্রাপ্তি সাপেক্ষে অবশিষ্ট ৩০% ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে সরবরাহ করতে পারবে বলে ঠিকাদার জানিয়েছে। প্ল্যান্টের ইকুইপমেন্ট ফাউন্ডেশনের মোট ২৬৪টি পাইলের সবক'টির পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য পূর্ত কাজ চলমান আছে। পাইপ ও পাইপ ফিটিংস-এর ৪০% মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। প্ল্যান্টের পাইপলাইন ফেব্রিকেশন কাজের আইসোমেট্রিক ড্রয়িং পাওয়া গেছে।

প্ল্যান্টের মালামালের মধ্যে ৫টি Air cooled Heat Exchanger, Catalyst & Precious metal, ৭টি হিটার, ৬টি Reciprocating compressor, ৫টি Reactor and Internal for Reactors, ২১টি Shell-Tube Heat

Exchanger, ২টি এলপিজি ট্যাংক, ২১টি পাম্প ইত্যাদির ক্রয়াদেশ ইপিসি ঠিকাদার ইতোমধ্যে জারি করেছে। কোম্পানির পক্ষ হতে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ১২ মার্চ ২০১৯ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য ঠিকাদারকে তাগাদা দেয়া হচ্ছে। অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ৫৭.৯১%।

৮.৩ এসজিএফএল-এর সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা ও রশিদপুর ফিল্ডে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা ও প্রতিবেদনসমূহ রিভিউকরণ

সিলেট (হরিপুর), কৈলাশটিলা ও রশিদপুর স্ট্রাকচারসমূহে ইতঃপূর্বে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা ও প্রতিবেদনসমূহ পুনঃপর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ, নতুন স্যান্ড পুনঃনির্ধারণসহ বিদ্যমান স্যান্ডের প্রকৃত এরিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন নির্ণয় করা এবং ইতঃপূর্বে নির্ধারিত কূপ লোকেশনসমূহ যৌক্তিকভাবে পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর ২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় ১০৪৫.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১২৬২.০০ লক্ষ টাকা। ১৪-০২-২০১৭ তারিখে বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স Schlumberger Seaco Inc. এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৮.৪ কৈলাশটিলা-৯ কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন

কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (জিডিএফ) এর অর্থায়নে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ, ওয়্যারহাউজ নির্মাণ ও ৫ লট খনন মালামাল ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ডাটা ও প্রতিবেদনসমূহ রিভিউকরণের জন্য নিযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনে কৈলাশটিলা-৯ কূপের প্রসপেক্ট না থাকায় ০৪-৭-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানি পরিচালক পর্ষদের ৫৩০তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে কৈলাশটিলা-৯ কূপের জন্য ক্রয়কৃত মালামালের অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ব্যবহার উল্লেখপূর্বক আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি'র কার্যক্রম অসম্পন্ন রেখে সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ডিপিপি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।

৮.৫ সিলেট-৯ কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন

গ্যাস ডেভেলমমেন্ট ফান্ড (জিডিএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১৯-৯-২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর ২০১৩ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় ৫,৩৩০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৭,১২৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ৭.০৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ, ওয়্যারহাউজ নির্মাণ ও ৫ লট খনন মালামাল ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কূপ খননস্থলে কমবেশি ৪.৪৩ একর ভূমি উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণের জন্য নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে ২৬-৭-২০১৮ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।

আলোচ্য কূপ খনন কাজে তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবার আওতায় বিভিন্ন সার্ভিসসমূহ সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান আছে। Mud Engineering Services এবং Mud Logging Services বাপেক্স কর্তৃক প্রদান করা হবে বিধায় খসড়া চুক্তিনামা ১৬-৮-২০১৮ তারিখে বাপেক্স-এ প্রেরণ করার পর উক্ত বিষয়ে ০৬-৯-২০১৮ তারিখ এ সংক্রান্তে বাপেক্স-এর সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ২০.৩৬%। আগস্ট ২০১৯-এ এই কূপের খনন শুরু হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

৮.৬ এসজিএফএল এর ৩টি কূপ (কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-২ এবং রশিদপুর-৬) ওয়ার্কওভার প্রকল্প

কোম্পানির বন্ধ থাকা ৩টি কূপ (কৈলাশটিলা-১, রশিদপুর-২ ও রশিদপুর-৬) পুনঃউৎপাদনশীল করার লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে ওয়ার্কওভার প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়, যা ১২-৭-২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। তবে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ রিভিউ প্রতিবেদন অনুযায়ী রশিদপুর-২ ও রশিদপুর-৬ কূপ ওয়ার্কওভারে প্রসপেক্ট না থাকায় উক্ত কূপ দু'টির ব্যয় বাদ দিয়ে সংশোধিত উন্নয়ন

প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) অনুমোদনের জন্য পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় ৪,৫০০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৩,৪৩৯.০০ লক্ষ টাকা। বাপেক্সের মাধ্যমে কৈলাশটিলা-১নং কূপের ওয়ার্কওভার অপারেশন ২৫-৯-২০১৮ তারিখে শুরু করা হয়। আপার জোনে ৭৪৭৩-৭৪৮০ ফুট গভীরতায় পারফোরেশন সম্পন্ন করে গত ০৩-১১-২০১৮ তারিখে ফ্লো টেষ্ট করা হয়। এ কূপে ০৭-১১-২০১৮ তারিখ হতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস এবং প্রায় ৭০ ব্যারেল হারে কনডেনসেট উৎপাদন শুরু হয়েছে।

৯.০ ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা

দেশে জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কোম্পানির অব্যাহত উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনায় ৩টি ধাপে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

৯.১ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০১৮-১৯ হতে ২০১৯-২০)

(ক) সম্প্রতি সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে রিভিউ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কৈলাশটিলা ফিল্ডে ১টি নতুন কূপ খনন।

(খ) ৩-ডি সাইসমিক জরিপ রিভিউ রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্য/রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে এসজিএফএল-এর বিভিন্ন ফিল্ডের বন্ধ থাকা গ্যাস কূপসমূহের উৎপাদন পুনঃরুদ্ধারের লক্ষ্যে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

(গ) রিজার্ভয়ার পুনঃমূল্যায়ন ও নতুন কূপ লোকেশন নির্ধারণের জন্য বিয়ানীবাজার ফিল্ডে এবং বৃহত্তর সিলেট এলাকায় অবস্থিত গ্যাস ব্লক-১২, ১৩ ও ১৪ এর মধ্যে আইওসি-এর নির্ধারিত এলাকা ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকা এসজিএফএল-কে বরাদ্দ দেয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত এলাকার সম্ভাবনাময় লোকেশনে ২-ডি/৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন।

৯.২ মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২০-২১ হতে ২০২২-২৩)

(ক) বিয়ানীবাজার ফিল্ডে সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফল সন্তোষজনক হলে উক্ত ফিল্ডে নতুন কূপ খনন কার্যক্রম গ্রহণ।

(খ) অপারেটিং রাইট ফেরৎ পাওয়া সাপেক্ষে ছাতক ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন।

(গ) সম্প্রতি সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে জরিপ রিভিউ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে রশিদপুর ফিল্ডে নতুন কূপ খনন।

৯.৩ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৩-২৪ হতে ২০২৫-২৬)

(ক) অপারেটিং রাইট ফেরৎ পাওয়া সাপেক্ষে ছাতক ফিল্ডে সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে উক্ত ফিল্ডে নতুন কূপ খনন কার্যক্রম গ্রহণ।

(খ) কোম্পানির অধীনে ন্যস্ত ব্লক-১২, ১৩ ও ১৪ এ সম্পাদিতব্য অনুসন্ধান কার্যক্রম সন্তোষজনক হলে উক্ত এলাকায় নতুন কূপ খনন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১০.০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশের প্রতি কোম্পানি সর্বদা গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড ও স্থাপনা হতে গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল/অকটেন, কেরোসিন, ডিজেল ও এনজিএল উৎপাদনের সময় যথাযথ নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ বিধিমালা মেনে চলা হয়। ভবিষ্যতে কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.১ পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনা পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিয়মিত নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেস প্ল্যান্ট/অফিস/আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিস্কার রাখা, সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিস্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর/কম্প্রেসর/গাড়িতে ব্যবহৃত পোড়া লুব অয়েল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত লুব অয়েল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। অয়লি ওয়াটার সেপারেটরের মাধ্যমে গ্যাসের সাথে আগত পানি হতে তেল পৃথক করা হয়। এছাড়া লবণাক্ত পানির ঘনত্ব কমিয়ে নিরাপদ/সহনীয় পর্যায়ে এনে অপসারণ করা হয়।

১০.২ নিরাপদ কর্মপরিবেশ / সেইফটি

কোম্পানির সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) ব্যবহার করা হয় এবং প্ল্যান্ট অপারেশনের দৈনন্দিন কাজে সকল প্ল্যান্টে PPE ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্ল্যান্টে কর্মরতদের এবং আগত ভিজিটরদের মাঝে PPE ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনার গেট সংলগ্ন স্থানে, অফিসে এবং প্ল্যান্টের ভিতরে PPE ব্যবহার সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ৬টি স্থাপনার প্রসেস প্ল্যান্টের কন্ট্রোল রুমে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স রাখা আছে। কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনার Jockey Pump, Fire Fighting Pump, Water & Foam Deluge System, Fire Hydrant, All types of Detector, Hot Insulation, Threaded joint, Flanged joint, Pipe Fittings, ভাল্ব, বৈদ্যুতিক ক্যাবল জয়েন্ট ও টার্মিনাল ইত্যাদির কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।

১০.৩ অগ্নি-নির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা

অগ্নি-নির্বাপণ ও অগ্নি-প্রতিরোধ এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় প্রত্যেক স্থাপনায় ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন কার্যকর রাখাসহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার সংরক্ষিত আছে এবং নিয়মিত রিফিল করে কার্যকর রাখা হচ্ছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য কোম্পানির নিজস্ব ২টি ফায়ার ট্রাক সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়। বিগত অর্থবছরে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনায় কোনো দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি এবং উৎপাদন নির্বিঘ্ন ছিল। ভূমিকম্প, অগ্নি-দূর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে জনবলকে প্রশিক্ষিত করতে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর সহযোগিতায় প্রতিবছর কোম্পানির সকল ফিল্ডে প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অগ্নি-নির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিকল্পনা ডিপার্টমেন্টের এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি শাখার তত্ত্বাবধানে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর মাধ্যমে কোম্পানির স্থাপনাসমূহে ভূমিকম্প, অগ্নি-দূর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপঃ

স্থাপনা/ফিল্ড	প্রশিক্ষণের সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
সিলেট (হরিপুর) ও প্রধান কার্যালয়	১০-১১ জুন ২০১৮	৪০
কৈলাশটিলা, এমএসটিই ও বিয়ানীবাজার	০৬-০৭ জুন ২০১৮	৪০
রশিদপুর ও আরসিএফপি	১০-১১ জুন ২০১৮	৪০
	সর্বমোটঃ	১২০ জন

১১.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায়

পেট্রোবাংলার সাথে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে শুরু করে প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। উক্ত চুক্তিতে এসজিএফএল-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র যথা- সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এসজিএফএল-এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)-তে সম্মত হয়ে উভয়পক্ষ (পেট্রোবাংলা ও এসজিএফএল) এপিএ স্বাক্ষর করে থাকে। প্রতি অর্থবছরের শুরুতে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া প্রতি অর্থবছরে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে এপিএ চুক্তিপত্রে অঙ্গিকারাবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোম্পানির কর্মকান্ড ও অগ্রগতির কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রমসমূহ বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। ২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম এবং বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ শতভাগ অর্জনের দিকে এসজিএফএল ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উক্ত অর্থবছরসমূহে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে এসজিএফএল-এর অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রমিক	অর্থবছর	কর্মসম্পাদন সূচকের পূর্ণমান	প্রকৃত অর্জন
১.	২০১৪-১৫	১০০	৮৭.৬
২.	২০১৫-১৬	১০০	৯০.২
৩.	২০১৬-১৭	১০০	৯৭.৩
৪.	২০১৭-১৮	১০০	৯০.০

১২.০ উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা

জনপ্রশাসনে গতিশীলতা, গুণগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ "উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫" প্রকাশ করে। সে মোতাবেক কম সময়ে (টাইম-টি), কম খরচে (কস্ট-সি) ও কম যাতায়াতে (ভিজিট-ভি) জনপ্রশাসনের সেবাকে সহজীকরণ তথা গুণগত পরিবর্তন (কোয়ালিটি-কিউ) করাই (সংক্ষেপে টিসিভিকিউ) 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা'র মূল লক্ষ্য।

আলোচ্য "উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫" অনুসরণে ও পেট্রোবাংলার পরামর্শমতে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর কাজের গতিশীলতা, গুণগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানিতে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত ইনোভেশন টিমের প্রস্তাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কোম্পানির কর্মকান্ড-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট ৪টি উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৩.০ স্বাস্থ্য সেবা

এসজিএফএল-এর মূল কার্যক্রম প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম পণ্য উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত। উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কর্মরতদের স্বাস্থ্য-সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রধান কার্যালয়সহ উৎপাদনশীল ফিল্ড/স্থাপনাসমূহে মেডিকেল সেন্টার রয়েছে। নিয়োজিত চিকিৎসকগণের মাধ্যমে কোম্পানির মেডিকেল সুবিধার আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ তাদের পরিবার ও নির্ভরশীলদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এ অর্থবছরের সাথে বিগত অর্থবছরে চিকিৎসা ও ঔষধ খাতে ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

স্থাপনা/ফিল্ড	২০১৭-১৮			২০১৬-১৭		
	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ
প্রধান কার্যালয়	২৪০	১.৫০	০.৪৯	২৩২	১.৬৮	০.৬৪
সিলেট (হরিপুর) ফিল্ড	৩৩		০.০৭	৩২		০.১০
কৈলাশটিলা ফিল্ড	৭৩		০.১৫	৭৫		০.১৫
কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্ট	৫১		০.১০	৪৮		০.০৯
রশিদপুর ফিল্ড	১০১		০.২১	৯৫		০.১৩
আরসিএফপি	৪৯		০.১০	৪৭		০.০৪
বিয়ানীবাজার ফিল্ড	৪৩		০.০৯	৪০		০.০৬
মোট	৫৯০		১.২১	৫৬৯		১.২১

১৪.০ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ ফিল্ড/স্থাপনাসমূহ সরকারের সর্বোচ্চ সংরক্ষিত স্থাপনা কেপিআই গ্রেড-১ ভুক্ত স্থাপনা। কেপিআই-সমূহের জন্য প্রযোজ্য নিরাপত্তা বিধিমালা কোম্পানিতে যথাযথভাবে মেনে চলা হয়। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড/স্থাপনাদির সারফেইস নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য আনসার সদস্য ও কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা জনবলকে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত রাখা হয়। এছাড়া আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ হলে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া হয়। নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করার জন্য সভা করা হয় এবং পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়। রাত্রিকালীন ডিউটিতে সশস্ত্র টহল ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ট্রীট/ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও সকল ফিল্ড/স্থাপনার প্রধান ফটকে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যথা- ভেহিকল সার্চ মিরর, মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবহারসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সিসিটিভি ক্যামেরা অপারেশনে রয়েছে। এছাড়া, হরিপুর ও কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টের প্রবেশদ্বারে সিকিউরিটি আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

১৫.০ জনবল

কোম্পানির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪২৭ জন কর্মকর্তা ও ৫১৩ জন কর্মচারি সমন্বয়ে মোট ৯৪০ জনবলের সংস্থান রয়েছে। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৭০ জন কর্মকর্তা ও ৩২০ জন কর্মচারিসহ মোট ৫৯০ জনবল কর্মরত ছিল। উল্লেখ্য যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭ জন কর্মকর্তা অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া, ৩ জন কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন ও ৫ জন কর্মচারি মৃত্যুবরণ করেন। এ অর্থবছরে সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি) পদের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়। তন্মধ্যে ১৫ জন চাকুরিতে যোগদান করেন।

১৬.০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতির বিষয়ে কোম্পানি প্রান্তে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর নৈতিকতা, সচেতনতা, শুদ্ধাচার কৌশল ও ই-ফাইলিং, ই-টেন্ডারিং, ই-প্রকিউরমেন্ট তথা ই-গভর্ন্যান্স, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের জন্য সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া উক্ত কমিটি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ড/স্থাপনার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মাঝে এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি ফিল্ডে কর্মশালার আয়োজন করছে।

১৭.০ জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে ৯ই আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে রয়্যাল ডাচ-শেল অয়েল কোম্পানির নিকট হতে দেশের ৫টি বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর দেশীয় মালিকানার ভিত্তি রচিত হয়। জাতির জনকের উক্ত যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের স্মরণে প্রতি বছর ৯ আগষ্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালেও অন্যান্য বছরের ন্যায় জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসটি এসজিএফএল ও জেজিটিডিএসএল-এর যৌথ উদ্যোগে যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সিলেট জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে উভয় কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা, জ্বালানি নিরাপত্তায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট শহরসহ এসজিএফএল ও জালালাবাদ অধিভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করা হয়। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়াতেও বিষয়টি প্রচার করা হয়।

১৮.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

কোম্পানির জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩.০০ কোটি টাকা। স্বদেশ প্রশিক্ষণ খাতে ২৯,৮৪,১৮৬.০০ টাকা ও বিদেশ প্রশিক্ষণ খাতে ২,৬৫,২৯,৮৪৬.০০ টাকাসহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২,৯৫,১৪,০৩২.০০ টাকা।

১৮.১ স্থানীয় প্রশিক্ষণ

কোম্পানির ৪৮০ জন কর্মকর্তা ও ১৯২ জন কর্মচারি ৪৭টি ভিন্ন ভিন্ন স্বদেশ-প্রশিক্ষণ/ইনহাউজ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ ওয়ার্কশপ-এ অংশগ্রহণ করেন।

১৮.২ বিদেশ প্রশিক্ষণ

এ অর্থবছরে কোম্পানির ৭৯ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ, বিপিসি এবং পেট্রোবাংলা হতে মোট ১০ জন কর্মকর্তা কোম্পানির খরচে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

১৯.০ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক

এ অর্থবছরে কোম্পানির সার্বিক কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক ছিল। উদ্ভূত সমস্যাসমূহ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়েছে।

২০.০ কল্যাণমূলক কার্যক্রম

২০.১ শিক্ষাবৃত্তি

কোম্পানির শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় ২০১৭ সালে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোম্পানিতে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ছেলেমেয়েদের মাসিক বৃত্তি এবং এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং মাসিক বৃত্তি বা এককালীন পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

পরীক্ষার নাম	এককালীন পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	মাসিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি)/সমমান	২৫	৪৪
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমান	২৬	৪০
এসএসসি ও সমমান	১১	২৮
এইচএসসি ও সমমান	৬	১৮
স্নাতক (সম্মান)/বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)	৩	-

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা খাত হতে এ অর্থবছরে মোট ২৩,৩১,৩৪০.০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

২০.২ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

(ক) কোম্পানির 'প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা' নীতিমালার আওতায় মেধাবিকাশের লক্ষ্যে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনা-সংশ্লিষ্ট ৪টি উপজেলার প্রতিটিতে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারি বৃত্তির জন্য নির্বাচিতদের তালিকার বহির্ভূত গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এককালীন ২১,৪৭,৬০০.০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, কোম্পানির সিএসআর কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত অনুদানের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সেবা খাতের নাম	অনুদান গ্রহীতা	অনুদানের পরিমাণ
১.	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও র‍্যালি আয়োজন	-গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলা -জৈন্তাপুর উপজেলা	২৫,০০০.০০ x ৩ =৭৫,০০০.০০ ৪০,০০০.০০
২.	মহান বিজয় দিবস উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান	জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলা	৩৫,০০০ x ৪ =১,৪০,০০০.০০
৩.	শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার	উপজেলা পরিষদ, বাহুবল	৪০,০০০.০০
৪.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল	-	১০,০০,০০০.০০
৫.	বন্যার্তদের সাহায্য	উপজেলা পরিষদ, বিয়ানীবাজার	২,০০,০০০.০০
৬.	চিকিৎসা অনুদান	জনাব জামিল এ আলীম (পরিচালক অপারেশন এন্ড মাইন্স), পেট্রোবাংলা	১০,০০,০০০.০০
৭.	ঐ	জনাব সুরুজ মিয়া, কর্মচারী (পেট্রোবাংলা)	৫০,০০০.০০
৮.	ঐ	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ তৈয়ব আলী, ভোলা	১,০০,০০০.০০
৯.	ঐ	বুলবুলি খাতুন, কুষ্টিয়া	২,০০,০০০.০০
১০.	ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার কতিপয় কর্মচারী	২৬,০০০.০০

ক্রমিক	সেবা খাতের নাম	অনুদান গ্রহীতা	অনুদানের পরিমাণ
১১.	এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য যানবাহন ভাড়া	চিকনাগুল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট	৫৫,১৩১.০০
		মোট	২৯,২৬,১৩১.০০

অর্থাৎ, এ খাতে সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ (২১,৪৭,৬০০.০০+২৯,২৬,১৩১.০০) = ৫০,৭৩,৭৩১.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ তিহাত্তর হাজার সাতশত একত্রিশ) টাকা।

(খ) সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ অর্থবছরে কোম্পানি হতে মাসিক ও এককালীন অনুদান প্রদানের তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুদান		অর্থবছরের ব্যয়
		এককালীন	মাসিক	
১.	চিকনাগুল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট	-	১৫,০০০.০০ (৮ মাস) ২৫,০০০.০০ (৪ মাস)	২,২০,০০০.০০
২.	হরিপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট	-	২০,০০০.০০ (৮ মাস) ৩০,০০০.০০ (৪ মাস)	২,৮০,০০০.০০
৩.	রনকেলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট	-	১৮,০০০.০০ (৮ মাস) ২৫,০০০.০০ (৪ মাস)	২,৪৪,০০০.০০
৪.	টেংরাবাজার জামে মসজিদ, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ	২,০০,০০০.০০		২,০০,০০০.০০
৫.	মসজিদ আল তাক্বওয়া, বনানী, ঢাকা	২,০০,০০০.০০		২,০০,০০০.০০
৬.	রাতারগুল জামে মসজিদ, গোয়াইঘাট, সিলেট	৪,০০,০০০.০০		৪,০০,০০০.০০
৭.	নতুন কুড়ি স্পোর্টিং ক্লাব, জৈন্তাপুর, সিলেট	২৫,০০০.০০		২৫,০০০.০০
৮.	রামপ্রাসাদ সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট	৩৫,০০০.০০		৩৫,০০০.০০
৯.	কাঙ্গালীছেও জামে মসজিদ, টাঙ্গাইল	২,০০,০০০.০০		২,০০,০০০.০০
১০.	নীলুফা ওয়েলফেয়ার এন্ড সার্ভিস, চাপাইনবাবগঞ্জ	১,০০,০০০.০০		১,০০,০০০.০০
১১.	শ্রী শ্রী মদন মোহন জিউর আখড়া, বাহুবল, হবিগঞ্জ	৫০,০০০.০০		৫০,০০০.০০

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুদান		অর্থবছরের ব্যয়
		এককালীন	মাসিক	
১২.	হরিপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, জৈন্তাপুর, সিলেট	৫,০০,০০০.০০		৫,০০,০০০.০০
১৩.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১,৫০,০০০.০০		১,৫০,০০০.০০
১৪.	বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা	২,০০,০০০.০০		২,০০,০০০.০০
			সর্বমোট	২৮,০৪,০০০.০০

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) খাতে আলোচ্য অর্থবছরে মোট ১,৭০,০০,০০০.০০ (এক কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে (৫০,৭৩,৭৩১.০০ + ২৮,০৪,০০০.০০) = ৭৮,৭৭,৭৩১.০০ (আটাত্তর লক্ষ সাতাত্তর হাজার সাতশত একত্রিশ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

২০.৩ সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড

প্রতি বছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধর্মীয় দিবসে মিলাদ মাহফিল, পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় দিবসসমূহ যেমন-মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস এবং বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়েছে।

২১.০ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য উত্তরণ

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশক ধরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর গ্যাস ফিল্ডগুলো হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত থাকায় এবং উল্লেখযোগ্য নতুন কোনো গ্যাস ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় উত্তোলনযোগ্য মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ১৫/১৬ বছর পূর্বে যেখানে এসজিএফএল-এর দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ২১০-২২০ মিলিয়ন ঘনফুটের অধিক ছিল সেখানে বর্তমানে তা প্রায় ৪০% হ্রাস পেয়ে দৈনিক ১৩৬ মিলিয়ন ঘনফুটে নেমে এসেছে। অপরদিকে, সম্পূর্ণভাবে শেভরনের বিবিয়ানা ফিল্ডের কনডেনসেটের ওপর নির্ভরশীল রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (আরসিএফপি) ও সম্প্রতি উৎপাদনে আসা নবনির্মিত ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট এর জন্য দৈনিক মোট ৭৭৫০ ব্যারেল কনডেনসেট চাহিদার বিপরীতে বর্তমানে বিবিয়ানা-কনডেনসেট বরাদ্দ দৈনিক সাকুল্যে প্রায় ৩৫০০ ব্যারেল। অর্থাৎ বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে উভয় ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার প্রায় ৪৫% হারে চলমান রাখতে হবে, যা প্ল্যান্টের টার্নডাউন রেশিও (৫০%) এর কম। আবার, ডিজাইন ক্যাপাসিটির অনেক নিচে প্ল্যান্ট চালু রাখলে প্ল্যান্টের এনার্জি এফিশেন্সিও আনুপাতিকভাবে কমবে। এ পরিস্থিতিতে দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি এসজিএফএল-এর উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে বাস্তবমুখী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সময়ের দাবী।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড বিগত কয়েক বছর যাবত পর পর দেশের অন্যতম প্রধান ভ্যাট ও আয়কর প্রদানকারী হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা অর্জন করে আসছে। গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান ধারার মোকাবেলা এবং ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টসমূহের উৎপাদনক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঁচামাল প্রাপ্তি কোম্পানির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমরা আশাবাদী নীতিনির্ধারণী স্তরের দূরদর্শী উদ্যোগ ও নির্দেশনায় কোম্পানির দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও মেধাসম্পন্ন জনবল নিজ নিজ কর্মপ্রচেষ্টার সম্মিলন ঘটিয়ে এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান উৎপাদন অধোগতি/প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

কোম্পানির মুনাফা অর্জনের ধারা, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোম্পানির অবদান ও সন্তোষজনক কর্মপরিবেশের জন্য কোম্পানির সকল স্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে পরিচালক-পর্ষদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। সে সাথে কোম্পানি পরিচালনায় জ্বালানি

ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, পেট্রোবাংলা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সার্বিক সহযোগিতার জন্য পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি কোম্পানি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ওপর পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের পরিচালনা পর্ষদের এ প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা, অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ্ হাফেজ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে

(আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি)

চেয়ারম্যান